অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ষ্ঠ ভাগ { কলিকাতাঃ— ১৫ ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ২৭ শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৭ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

WITH

Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.

INTO WICH IS INCORPORATED

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED

THE INDIAN OATHS ACT.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs .4.

To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office

—:::—

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

বাল চিকিৎসা।

১ম খণ্ড— মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫৷৷০ টাকা দুই শতাধিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ সহিত ৫০০ পৃষ্ঠায় অতি সরল ভাষায়, নেটীভ্‌ ডাক্তার এবং গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সব্‌ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। এক আনা ডাক মাশুল পাঠাইলে সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
লালবাজার, হিন্দুহষ্টেল।

THE NEW INDIAN GEOGRAPHY

or

A Guide to the Map of India.

Designed for Schools in India.

by

Kali Dass Mookerjea.

Head Master Gvt. School Faridpore.

Price Four Annas only.

To be had at Kader Nath Chatterjea's Book-Shop, 54, College Street, Calcutta.

কলিকাতা।

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার

প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৷৵০ আনা

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৷৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

"আমরা মহাত্মা ডেন সুইফ্ট বিরচিত "গেলিভার্স ট্রাভল্‌" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; গ্রাহকেচ্ছুক মহোদয়গণ ২৯ নং মুজাপুর ষ্ট্রিট "রায় যন্ত্রে" অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অনুবাদকগণ।

ভবানীপুর
১০ই চৈত্র ১৭৯৪ শক

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।০ আনা॥

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ওসন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে॥ কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

কবিতাহার।

জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত।

বহুবাজার অক্রুর দত্তের লেন ১ নং বাটিতে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ।০ আনা মাত্র।

লর্ড নর্থব্রুকও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন!

যখন লর্ড নর্থব্রুকের দয়া হইল না তখন আমরা জানিলাম যে, পরমেশ্বর প্রকৃত আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন। তিনি আসিয়াই নূতন ফৌজদারি আইন কয়েক মাসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিলেন, আমাদের আশার উদ্রেক হইল, ভাবিলাম বুঝি আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে কেবল নৈরাশের বিষম যন্ত্রণা দ্বারা আমাদিগের ভগ্ন হৃদয়কে আরো ব্যথিত করিলেন। ফৌজদারি আইন লর্ড নর্থব্রুক বিধিবদ্ধ করেন না, অপর গবর্ণর জেনারেল বিধিবদ্ধ করেন এবং ডিউক অব আরগাইল আমাদের দরখাস্ত নামুঞ্জুর করেন, সুতরাং আমরা লর্ড নর্থব্রুককে তত দোষ দেই না। তবে তিনি আইনটি রদ না করুন জারি না করিলে পারিতেন, উহার ভয়ানক অধ্যায় গুলি রহিত করিলে পারিতেন। কিন্তু আমরা তথাচ তাঁহার উপর বিরক্ত হইলাম না। এদেশীয়েরা ভারি রাজভক্ত, গবর্ণর জেনারেল দিগের দোষে আমাদের রাজভক্তি অনেক দিন পরিতৃপ্ত হয় নাই, লর্ড নর্থব্রুক আসিয়া আমাদিগকে মোহিত করেন, আমাদের রাজভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। হৃদয়ে স্নেহ না থাকিলে মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না, আমরা নিজের স্বার্থের নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুকের দোষ দেখিয়াও দেখিলাম না। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক রোড সেস সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া আমাদিগের মস্তকে বজ্রপাৎ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মূর্ত্তি অনেকবার দেখিয়াছি। তাঁহার মুখ হইতে এরূপ কঠোর বাক্য নির্গত হওয়া ভারি অস্বাভাবিক বিষয়। রোডসেস এদেশে যে অত্যাচার করিবে, তাহা আমরা এখন চিন্তা দ্বারাও মনে করিতে পারি না। যখন ইনকম ট্যাক্স ২০০ টাকা আয়ের উপর স্থাপিত হয়, তখন প্রকৃত ভারি অত্যাচার হয়, তখন লোক অস্থির হইয়া যায়, গ্রামে ২ হাহাকার উঠে, লোকে স্বপ্নেও ট্যাক্স ট্যাক্স বলিয়া চমকিয়া উঠে। এই অত্যাচার সহস্র গুণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলে যে ভয়ঙ্কর ভাব হয় রোডসেসে তাহাই হইবে। অনেক জমিদারেরা প্রজা প্রকৃত নিষ্পীড়ন করেন। সে দিন আমাদের একজন বন্ধু জমিদারগণের অত্যাচার সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে একটি ভয়ানক ঘটনা বলেন। এক জন ভদ্র লোক কোন জমিদারের কোপে পড়ে, জমিদার তাহাকে আপনার পাইক দ্বারা ধরিয়া লইয়া যান, বাটি আবদ্ধ করিয়া ২০০ টাকা জরিমানা করেন, এবং যে পর্য্যন্ত টাকা আদায় না হয় বেদম মারেন। ভদ্র লোকটি অতি সামান্য অবস্থাপন্ন। যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে এক শত টাকা দিতে সম্মত হয়, জমিদার তাহা না শুনিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করেন! প্রহারে তাহার জ্বর হয়, তৎপরে বিকার হয়। বিকার অবস্থায় তিন দিন থাকে তিন দিনের পর তাহার মৃত্যু হয়। বিকার হইয়া সে কেবল আর মারিস্‌নে, মারিস্‌নে আমি ২০০ টাকা দিব, ২০০ টাকা দিব বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ দেখিতে আইলে ঐ সর্দ্দার আইল ঐ মার্‌লে, আর মারিস না বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিত। আমরা যতদূর জানি জমিদারেরা এরূপ অত্যাচার করেননা। নীল কুঠিয়ালগণ বটে এরূপ অত্যাচার করেন, কিন্তু এরূপ অত্যাচার যদি কখন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে রোডসেসে উহা হইবে। এবং দয়াবান লর্ড নর্থব্রুক সেই রোডসেসের সপক্ষতা করিলেন। আমরা রোডসেস সম্বন্ধে যত অত্যাচারের কথা বলি, লর্ড নর্থব্রুক সম্ভবতঃ তাহা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তিনি এটি বিশ্বাস করেন যে মনুষ্য ভারি স্বার্থপর, তিনি এটিও বোধ হয় বিশ্বাস করেন যে, জমিদারগণের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে কর আদায় করিবেন, তাঁহারাও সেই পরিমাণে প্রজার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আবার রোডসেসের কার্য্য এই রূপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট রোডসেস জমিদারের নিকট হইতে লইবেন, জমিদারেরা তাঁহাদের অধীনস্থ গাঁতিদারের নিকট হইতে তাহা পূরণ করিবেন, গাঁতিদারের অধীনে আবার ক্ষুদ্র গাঁতিদার থাকে, ইঁহারাও আবার তাঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন এবং সকলের ভাণ্ডার দরিদ্র প্রজারা পূর্ণ করিবে। ইহার মধ্যে জমিদারের নায়েব গোমাস্তা, পাইক, গাঁতিদারের আমলা এবং গ্রাম্য ভদ্রলোক আছেন। এদেশের প্রজার অবস্থা যত উৎকৃষ্ট হউক, অদ্যাপি তাহারা মহাজনের ঋণ পরিষ্কার করিতে পারে নাই, জমিদারের বাকী বকেয়া পরিশোধ করিতে পারে নাই, এবং তাহাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট এখনও যায় নাই। তাহাদের উপর এই অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইলে কি ভয়ানক কাণ্ডই হইবে! লর্ড নর্থব্রুক সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের দীনদুঃখী প্রজার সঙ্গে বাঙ্গালার প্রজা শ্রেণীর তুলনা করিয়া দেখেন যে, ইহারা পরম সুখে আছে, সুতরাং ইহারা অনায়াসে ট্যাক্স দিতে পারিবে। আমাদের ভারতবর্ষের অপর প্রজাদিগের অবস্থার সহিত বাঙ্গালার প্রজার তুলনা করিয়াও বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অপর স্থলের প্রজারা অপেক্ষাকৃত কষ্টে আছে বলিয়া বাঙ্গালার প্রজার কর বহন করিতে হইবে এরূপ ভয়ানক যুক্তি লর্ড নর্থব্রুক কেন, অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ব্যক্তিও অবলম্বন করেন না। এরূপ যুক্তি যাঁহারা অবলম্বন করেন তাহাদের এটি বিবেচনা করা উচিত যে বাঙ্গালার প্রজা ভারি দুর্ব্বল ও দীনজীবী, তাহাদের হৃদয়ে অতি অল্প রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহারা ইংলণ্ডের কি ভারতবর্ষের অপর জাতীয় প্রজার ন্যায় কোন নিষ্পীড়ন অকাতরে সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের উপর কোন গুরুতর ভার পতিত হইলে তাহারা চূর্ণ হইবে ও রসাতলে যাইবে। আমাদের আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রজার মস্তকে এই বজ্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে, তাহারা ইহার কিছুই জানে না। যখন নন্দ কুমারের ফাঁসি হয়, তখন উহা দেখিতে এদেশীয় সহস্র সহস্র লোক সমাগত হয়, সকলে মনে মনে স্থির করিয়া আইসে যে, ইংরেজেরা সত্য সত্য নন্দকুমারকে ফাঁসি দিবেন না, কিন্তু যখন দেখিল যে সত্য সত্য তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া ইংরেজেরা হত্যা করিলেন, তখন সকলে অবাক হইল, সকলে ভো দিশে হারা হইল, এবং সকলে ভয়ে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া উঠিল। প্রজাদিগের এক্ষণেও কতক সেই ভাব হইয়াছে। যখন ২২২ ধারানুসারে তাহারা জেলে প্রেরিত হইতেছে, তখন অবাক হইতেছে। যখন আপালে তাহাদের মিয়াদ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন ভয়ে হতচৈতন্য হইতেছে, চারিদিকে শূন্যাকার দেখিতেছে। আবার যখন দেখিবে যে রোডসেসে কাহারও বাটি বিক্রয় হইতেছে, কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তখন উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেন অনর্থক প্রজার মনস্তাপ দেন তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। ইনকমট্যাক্স প্রচলিত রাখিয়া রোডসেস উঠাইলে গবর্ণমেণ্টের কি ক্ষতি ছিল, তাহা হইলে ইংরাজেরা বিরক্ত হইতেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিরক্ত হইতেন, কিন্তু প্রজা উচ্ছিন্ন গেলে গবর্ণমেণ্ট কি লইয়া রাজ্য করিবেন। প্রজারা যখন উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিবে, তখন কি গবর্ণমেণ্ট সচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারিবেন? প্রজাকে গবর্ণমেণ্ট বড় ভালবাসেন, প্রজার হিতের নিমিত্ত কত কল্পনা হইতেছে, প্রজার কষ্ট দেখিলে কি তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারবেন? যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার কষ্ট হইবে বলিয়া লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিতে পারিলেন না, তাহাদের পক্ষে রোডসেস সংস্থাপন করা অদ্ভুত কাণ্ড!

সম্প্রতি আর একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সব এসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু বিহারী লাল ভাদুড়ীর কন্যার সহিত কুষ্টিয়ার নিকটস্থ চাপড়া গ্রামনিবাসী বিখ্যাত দর্পনারায়ন মজুমদারের পৌত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই বারেন্দ্র শ্রেণিস্থ ব্রাহ্মণ ও অতিশয় সম্ভ্রম শালী। বিবাহের সভায় সিদ্ধ শ্রোত্রীয় কাপ এবং কুলীন অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহটী বিখ্যাত ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছে। হরিশ বাবু ইতিপূর্ব্বে এই বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক ব্যয় ও উদ্যোগ করেন, কিন্তু সমাধা করিতে পারেন না। সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিবার এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য এবং এবিবাহটি সম্পূর্ণ তাঁহার উদ্যোগে ও যত্নে সমাধা হইয়াছে। কন্যাটি শ্রীরামপুরের বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস গোস্বামীর দৌহিত্রী।

----ঃঃ----

গত রবিবার জাতীয় সভায় বাবু রাজনারায়ণ বসু "একাল আর সেকাল" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সভাতে বিস্তর লোক উপস্থিত হন, এবং বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত আমোদিত হন। তাঁহার সে কালের স্কুল মাষ্টারের স্কুলের সাজ, পড়াবার প্রণালী, ইংরাজি গান, সরকারের ইংরাজিতে কথোপকথন প্রভৃতি আমাদিগকে অত্যন্ত আমোদিত করিয়াছিল। তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহন করেন, সুতরাং ৩।৪ ঘটা উহা সুন্দর রূপ বর্ণিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া নানা বিষয় কেবল স্পর্শ মাত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান সময়ের পরীক্ষা প্রণালীর বর্ণনাটি অতি মনোহর হইয়াছিল। তিনি এখন কার পরীক্ষার সহিত বমনের যে তুলনা করেন, সেটি অতি উৎকৃষ্ট। ছাত্রেরা এক্ষণে পরীক্ষা দিয়া আইসে না, কেবল কতক গুলি অজীর্ণ আহার উদ্গীরন করিয়া আইসে। শিক্ষকেরা পরীক্ষার নিমিত্ত রাশি রাশি তাহাদিগের উদরে কতক গুলি বস্তু পরিপূর্ণ করিয়া দেন, উহা তাহারা জীর্ণ করিতে পারে না, উহাতে তাহাদের শরীর পোষন করে না, কেবল পরীক্ষার সময় সমুদায় উদ্গার করিয়া ফেলে এবং তখন হইতে তাহাদের উহার সঙ্গে সমুদায় সম্পর্ক লোপ পায়। তাঁহার এম. এ, বি, এ, পরীক্ষার্থ গণের যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের তুলনাটি অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, যেমন পঞ্চ ভ্রাতার স্বর্গারোহনকালে ক্রমে ক্রমে নকুল সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পথে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ছাত্রেরা ক্রমে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া কতক পতিত হন, এল, এ দিয়া কতক পতিত হন, বি এ, দিয়া কতক পতিত হন, শেষে অতি ভাগ্যবান যাঁহারা তাঁহারাই কেবল এম,এ পরীক্ষায় উপস্থিত হন। রাজনারায়ন বাবু এখনকার বাঙ্গালির দৌর্ব্বল্যের যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহার অনেক গুলি আমাদের মতের সহিত ঐক্য হয় না, তবে তিনি যে বলেন এখন চিন্তা অগ্নি দ্বারা যুবকদিগের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়, এটি ভারি খাঁটি কথা। তাঁহার একটি কথা শুনিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইলাম। বাঙ্গালীরা সকল বিষয়ে গবর্নমেণ্টের উপর নির্ভর করে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করেন, কিন্তু আমরা এমনি মরিয়া রহিয়াছি, আবার তাহার উপর তিরস্কার করা, তাঁহাদের ন্যায় মহৎ লোকের কার্য্য হয় নাই। আর আমাদের অপরাধই কি। আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া কি করিব। গবর্ণমেণ্ট আমাদের বলবীর্য্য, ধন, মান, শক্তি সামর্থ সমুদায় আত্মসাৎ করিয়াছেন, আমাদের সমুদায় তাঁহারা লইয়াছেন, আমরা উপায়হীন শিশুর ন্যায় গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে অবস্থিতি করি, সুতরাং আমাদিগকে যাঁহারা ইহার নিমিত্ত অপরাধী মনে করেন, তাঁহারা ভারি নিষ্ঠুর। অতঃপর, আমরা একটি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রাজনারায়ন বাবু যখন বাবু চন্দ্র শেখর বসুর অধিকার তত্ত্ব হইতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিলেন, তখন শ্রোতাদিগের মধ্যে অতিশয় উৎসাহ ভাবের লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম সত্য সত্যই আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে?

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা চিত্রিত ও খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সকল লইয়া কলিকাতায় একটি শিল্প প্রদর্শনী মেলা হয়। এ মেলাটি আমাদের গবর্নর-জেনারেল বাহাদুরের উদ্যোগে বসিয়াছিল। মেলা ভঙ্গের দিন গবর্ণরজেনারেল একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইংলণ্ডের উক্ত রূপ বিদ্যালয়ের ছাত্রগন অপেক্ষা বড় ন্যুন নহে। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের যুবকগণ অনুকরণে বিশেষ পটু, কল্পনা শক্তি পরিচালনায় পারদর্শী নহে। কিন্তু এই শিল্প প্রদর্শন দেখিয়া তিনি এখন আর তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি আশা করেন যে, ভারতবর্ষের এই সকল বিদ্যালয় কালে ইংলণ্ডের শিল্প বিদ্যালয় সমুহের সমতুল্য হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন পক্ষে কেবল সাধারণের উৎসাহ ও মনোযোগ আবশ্যক। এই উদ্দেশেই তিনি এই মেলা স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের ছাত্রগণের চিত্রিত ও খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রদর্শনের পর বিক্রয় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপ হইলে সাধারণের উৎসাহ দান করা হইবে। শিল্পশিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট কেবল সাহায্য করিতে পারেন। শিল্প শিক্ষার পরিপোষণের ভার সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় লোকদের উপর নির্ভর করে।

ইনকম ট্যাক্স রহিত হইল। গত মঙ্গলবার গবর্নর জেনারেল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্যক্ত করেন যে রোডসেস রাখার পক্ষে গবর্নমেণ্ট স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই দুইটি সংবাদ একত্রে পড়িলে প্রথমটি সুসংবাদ না দুঃসংবাদ? ইনকম ট্যাক্স যদি উঠিয়া না যাইত, তবে নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট রোডসেস রাখার পক্ষে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না, তবে সম্ভবত আমরা এক দিন আশা করিতে পারিতাম যে প্রজার দুঃখে দুঃখী আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রজার দুঃখ দেখিয়া রোডসেস উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু এখন আর সে আশা নাই। ইংরাজদের ও কলিকাতার লোকদের পথকরের ভার বহন করিতে হইবে না। সুতরাং ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়ার সংবাদে তাঁহারা মহা আনন্দিত হইয়াছেন। সমুদায় বাঙ্গালায় ৬ কোটি লোক, কলিকাতার লোক সংখ্যা ৪ লক্ষ। ইনকম ট্যাক্স এক হাজার লোকের মধ্যে কেবল এক জনকে দিতে হইত। মফস্বলে এমন একটি পরিবার নাই, যাহার পথকর দিতে না হইবে। এমন অবস্থায় বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়ার সংবাদ কি রূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

গত রবিবার ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের জগতী ষ্টেসনে একটী ভয়ানক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্যাসেঞ্জার গাড়ী কোন কারণ বশতঃ নিয়মিত সময় অতিক্রম করে। গোয়ালন্দের গাড়ী জগতীতে অপেক্ষা করিতেছিল, পইণ্টসম্যানের অনবধানতা জন্য কলিকাতার গাড়ী দ্রুতবেগে সেই লাইনে উঠে এবং দুই গাড়ীতে সংঘাত হয়। দুই খান এঞ্জিন ড্রাইভার সমেত তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। চারি পাঁচ খান প্যাসেঞ্জার গাড়ী চূর্ণ হইয়া যায়। কত লোক হত হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও শুনিতে পাই নাই। যে সকল ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কুষ্টিয়ার চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। পইণ্টসম্যানের অনবধানতায় সেবার শ্যামনগরের দুর্ঘটনা হয়। রেলওয়ে কোম্পানির পইণ্টসম্যানেরা চাপরাশী শ্রেণীর লোক। তাহাদের একটু ভুলে যখন এত বিপদ, এত জীবন নষ্টের সম্ভাবনা তখন তাহাদের কার্য্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা দৃষ্টি রাখেন না কেন, বিশেষতঃ যখন এই ভুলে পূর্ব্বে একটী ভয়ানক দুর্বিপাক ঘটিয়াছিল?

[T]HE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, MARCH 27, 1873.

We are glad to see that Hon. Babu Degumbur Mitter has been elected as President of the B. I. Association on the resignation of the office by Rajah Roma Nath Thackur Bahadoor.

—000—

We are requested to announce that on Saturday next the National Theatre will give a special performance of Nil Durpan at the Town Hall for the benefit of the Native Hospital. We hope the public will not be wanting in giving their hearty sympathy and support for the furtherance of the noble object. Tickets to be had at the Town Hall frem 10 A. M. to 7 P. M. on Saturday. Reserved seat Rs. 4, First class Rs. 2, and Second class Re. 1. Performance to commence at 8 P. M.

—000—

A correspondent writes us to say that "Mr. Griffiths the Professor of the Civil Engineering College is in the habit of treating the students very severely. The other day he insulted a student for his *unconsciously* spitting on the floor. He called him "a pig" and "a cooley" and used other abusive language. The boy unable to brook the insult went to the Principal who appears to have taken no notice of the matter. The Professor is generally disliked by the students and some have left the College for his ill-treatment." Spitting on the floor is no doubt an unmannerly act to a European gentleman, but it was also not very gentlemanly to call another gentleman "pig" or "cooley" because he happend to spit *unconsciously* on the floor.

—000—

The Governor General at the Meeting of the Council held last Tuesday announces to the public:—

The condition of the Finances has been lately under our consideration, and we have determined to ask this Council to pass a law for the purpose of re-imposing the income-tax, which ceases to be liable on the 31st of the month.

Read also the following resolution of the Supreme Government:—

In regard to the Road Cess Act, the Governor General in Council desires to repeat that this measure has been deliberately adopted, after prolonged and careful consideration, with the full approval of Her Majesty's Government. It is important that all concerned should understand that the decision of the Government to levy this cess is final.

The Income-tax is then abolished and the Road-cess retained! If the Income-tax were not abolished, the Government would not have been perhaps so determined in adopting the cess. With the retention of the Income-tax, we might have hoped that Government when convinced of the iniquitious nature of the cess would relieve the poor of their burden. But the Income-tax abolished there is no now hope of the abolition of the local rating cess. This hideous impost which will suck the life blood of the people without touching the purse of our rulers is then imposed by our Messiah "after prolonged and careful consideration, with the full approval of Her Majesty's Government." The Viceroy [ind]eed quite indifferently informs all concerned that "the decision of Government to levy the cess is final," but is His Lordship aware that the burden of this oppressive tax will chiefly fall on the dumb millions whose cries never reach the throne of the supreme ruler? We have protested against this iniquitous impost with all our might, we have cried and cried till our voice has grown hoarse and we feel a shudder pass through our heart as we contemplate on the dark future that awaits the nation. The Supreme Government has forsaken us, our own Governor has forsaken us, the Anglo-Indian Press have left us, is there none among our rulers to take up the cause of the poor and unfortunate people of this country?

—000—

Public Works Provincial Budget for 1873-74.—Mr. Campbell travelled last year through the greater part of Bengal and it resulted in his being impressed with one great idea. That idea is that Bengal is sadly deficient in good roads and to remedy this deficiency, he draws up the Public Works budget estimate for the next year upon an unusually liberal scale. It was in 1867 that Mr. Boyce first raised the cry that Bengal wanted good roads. He complained that "taking the whole area of Bengal at 218,600 square miles, there is 1 mile of road to 13 square miles of country, but of the whole, only about one-tenth of the roads are metalled and nearly one-half are un-bridged. Patna with its 3,776 miles of road has 1 mile to every $6\frac{1}{4}$ miles of country, and the Presidency Division in which there has been so large an expenditure during recent years, has 1 mile of country, whilst Dacca has only 1 mile of road to 40 square miles." Government did not enquire that whether any more roads could be constructed in such places as Burrisul or Dacca, whether such roads are blessings or curse to the Districts intersected as they are by khals, bheels and rivers but at once admitted the complaints of the Public Work's people and was but too willing to launch into a scheme of expenditure on an extensive scale but for want of funds. Government was convinced that more roads were absolutely necessary for Bengal and that people must pay for them. Thus did the road-cess originate. Now that Mr. Campbell is strongly impressed with the idea of constructing roads all over Bengal, we must have enough of of them no doubt, but one might wonder why the absurdity of the idea that Bengal cannot do without more roads should not have attracted the attention of His Honor. Why need we have metalled roads when we do not keep carriages? The hackeries that are in use in the country can very well do in the tracks and have been so doing thousands of years. First give us means to improve our breed of cattle and hackeries and then create for us good mettalled roads. It may be that there is 1 mile of road to 13 miles but it ought to have been inquired how many water ways there are in the country. Bengal is not England or Scotland, it is a low country, interected by numerous rivers and canals. To attempt to construct a net-work of roads here is simply foolish. One year's flood will undo the labours of twenty years. We are quite willing to have roads all over the country but we are not prepared to pay the cess for them. But our good governor would force them upon us whether we wish them or no. Mr. Campbell has at his disposal for Public Works purposes not only an assignment of about thirty-three and a half laks from imperial funds and eight and a half laks receipt from local sources but also a sum of about thirty-four laks made up of the following "extraordinary" items; viz., old balances to credit of the amalgamated district road fund and other funds aggregating sixteen laks; a sum of 11 laks on account of capitalized rents of public officers and other buildings which the Government have agreed to give, and a saving of 7 laks on the public works assignment of 1871-72. From this sum, Mr. Campbell has made up his mind to allot £6718,999 for the purposes of the coming year. Of this the repairs of existing buildings will absorb £125,600. We are really glad to see that a sum of £68,757 has been devoted to the permanent improvement of our jails. His Honor says "It may be said that not one properly constructed jail existed at the beginning of the present financial year, and what has been done or can be done in a single year must be but a very small of what is required." We hope His Honor's liberality will not be confined to the construction of buildings alone, we shall very much thank him if the ordinary assignments for jails were somewhat increased. The prisoners, criminals tho' they are lead a most hard life. We expect the civilized government to be more humane to their criminals. Mr. Campbell is as liberal as he was last year to the Presidency College. Last year he granted three lacs for the College-building, and this year a provision of 175,000 Rs. has been made for the same purpose. Mr. Campbell could have maintained one of the abolished colleges by this large sum and earned a very good name, but His Honor has his peculiar notion of high education. He would favor us with good buildings good chairs, and tables and starve high education. The sum of £61,700 has been granted for Secretariot Offices, the new Small Cause Court and a Court at Midnapore. Passing to communications we have a sum of £9,154 only given to canals and £91,700 for roads. The money available for new roads has been distributed as follows:—

		£
Calcutta roads	... ...	2,600
South-Western truuk road	... ...	2,500
North-Western „	... ...	2,900
Gya and Patna road	... ...	5,000
Chota Nagpore system of roads	...	25,400
Nothern Tipperah road	... ...	22,500
Nurth-Eastern road	... ...	1,200
Assam roads	... ...	21,000
Sylhet and Cachar road	... ...	3,000
Chittagong road	... ...	500
Minor road works	... ...	5,000
Total	...	91,700

Among the new canals to be commenced upon is, we observe, one to connect the Khasi Hills with the river Surma. An important bridge is in course of construction on the road between Patna and Gya. The road from Caragola to Purneah and Darjeeling is to be maintained, and light iron bridges substituted in the place of decaying wooden bridges, while the hill cart-road in connexion with this line also to be completed. The Lieutenant-Governor leaves the question of constructing a Railway in Assam to be decided by the Government of India. He however grants £10,000 for the opening of local roads in the tea districts. In the Chota Nagpore district, two lines of communication from Gridhi to Hazaribag and then to Rauchi one side, and from the Railway Junction near the Barakur to Purulia and Rauchi on the other, are to be completed, the district committees being left to deal with roads of a humbler character. £131,400 is provided for the cost of

[illegible]blishments and £6,055 for tools and plant.

—ooo—

Offences against Marriage in Eastern Bengal.—Yesterday's *Gazette* contains His Honor's Resolution on this subject. In reviewing the crime report of the Dacca division for 1870, the Lieutenant-governor's attention was drawn to the increased number of prosecutions for offences against marriage and the small proportion of convictions in such cases, and the Commissioner was asked to report, explaining the character of the evil and suggesting a remedy. The Commissioner in reply attributed the prevalence of the crime to the custom of *nikah* marriage among the lower classes of Mahomedans in Eastern Bengal, and the looseness of practice under that system, while the paucity of convictions was said to be due to the strictness of the proof of marriage which the courts required, and to the fact that the criminal courts were sometimes made use of improperly for recovery of wives deserting their husbands from ill-treatment. Mr. Simson pointed out the difficulty of proving Mahomedan marriage, and thought the evil had been aggravated to some degree by the abolition of the office of Cazie. On this further inquiry was made, whether the small number of convictions obtained, even in genuine cases of adultery and abduction, was really caused by any legal difficulty, and, if so, whether any change in the law for the purpose of regulating Mahomedan marriage was considered necessary. A circular was at the same time issued to all Commissioners asking whether any Cazies recognized by the people existed in their districts, and whether any system of registration of marriage or divorce was in vogue. From the replies received, it appears that the function of Cazie in regard to the matters in question are not now generally exercised by any particular individual, but that some friend or headman generally officiates at marriages as Cazie for the occasion, reading over the form of prayer in the presence of witnesses. In many cases a *kabinama* or marriage contract is executed and occasionally registered. The Lieutenant-Governor's attention has also been drawn to a ruling of the High court in the case of queen *versus* Wazeera and Reejat Ali, from which it would appear that the strictness of proof formerly complained of as necessary is not really required. Under these circumstances it appears to His Honor that the only practical step which can be taken under the law as it now stands is, in the first place, to multiply Mahomedan rural registrars in districts principally inhabited by Mahomedans, under the system which the Lieutenant-Governor has so continually urged; and secondly, to see that every facility for the registration of marriages and divorces is given by the registrars on specially easy terms as to fees. The Lieutenant-Governor hopes that both the Commissioner and Inspector-General of Registration will do all they can to promote these objects. They will both be now requested to submit special reports on the steps to be taken to give effect to the Lieutenant-Governor's orders.

The subject is one of much social interest. We do not konw how far His Honer is justfied in interfering with the social customs of the Mohamedans. We hope before disturbing their social relations with his interfering habit, His Honor will confer on the subject with the principal members of the Mahomedan community and [illegible] their suggestions.

—ooo—

The Criminal Procedure Code.—Sometime ago we promised to lay before our readers the reported cases which have occured within the last five years, illustrative not only of the fitness of our Magistrates to weild the arbitrary and uncontrollable powers with which they have been invested by the new Procedure Code, but also of the learning, intelligence and strict impartiality of the Magistrates who are now empowered to send any man to jail for three months or fine him three hundred rupees without recording any evidence or writing any judgment. We intend to draw the attention of the public to about a couple pair of such cases which were decided within the first few months of the year 1870. But in selecting these cases, we must remark that 99 per cent. of similar cases which occur in the Mufsil and in which poor people are chiefly concerned never find their way to the High Court, and most of the few that come before the High Court do not probably involve any important question of law and are not therefore reported. If a search were made in the files of cases of similar description in the courts of the Muffsil Magistrates, the result would be most startling indeed.

Case 1. In opening the pages of Southerland's Weekly Reporter, Vol XIII, the first case which attracts our attention is one to be found at page 1 of the Criminal Rulings. The facts of the case shall best be given in the magistrate's own words.

"I received privately information to the effect that the Banerjeas (of Ojoodhia in Bancoora) whose servants at their orders had committed the assault on one Nundo Dome out of which the whole case originated, had taken the sick (and injured) man out of the hands of the constable while on his way to Gurbetta (in Midnapur whither he had been sent on in charge of the constable who had orders to produce him before the Deputy magistrate) and hence the Magistrate believed that one pseudo Nundo had appeared and deposed before the Dy. Magistrate. In his explanation the Magistrate goes on to say. "I issued warrants for the arrest of all whom the police reports had shown to be concerned either in the original assault or in the transport of the sick man. Under the *belief* that the sick man had died from the effect of the beating, my warrants referred either to sec. 302 or to that Section in connection with Section 109." Mark the word belief. In this manner the Magistrate went on under certain other *beliefs* arresting and issuing warrants against about a score of persons. Acting on that belief they were all committed to jail and had to rot there for weeks together. Two of the prisoners—prisoners but not accused, for up to this time there was no charge no complaint against them—two of such men made certain statements before the Magistrate and fresh warrants issued against a dozen more. Most of them were committed to jail and the magistrate glorying in his noble career writes:—"At that date (1st September) I had in custody every one against whom a warrant had been issued except two" "*The case was taken up by me judicially on the 6th of september.*" So before the case had been judicially taken up, some 30 or more persons had been committed and subjected to the severities of an Indian Jail for what faults they knew not. J. Kenidy remarks:—"the whole case has not been tried in a fair and proper manner" and that he "should have considered it his duty to refer the whole proceedings of the Magistrate of Bancoorah which he considers to have been *illegal, arbitrary* and *unjust*, for the orders of His Honor the Lieutenant Governor." J. Norman says "such a proceeding is a violation of the first principles of justice and in direct contravention of the rules laid down by the Code of Criminal Procedure," and the author of such illegalities and irregularities, such *unfair, illegal, arbitrary* and *unjust* proceedings and who lay hands on the prisoners in dock is a Joint Magistrate now and has been vested with Summary powers, by which, such proceedings as the above, though violations of the first principles of justice far from being in direct contravention are in accordance with the rules laid down by the new Procedure Code.

2nd Case. The next case which attracts our attention is one in which a respectable Bengali gentleman Babu Purnenundo Deb Roy was convicted by the Joint Magistrate of Hoogley of an offence under section 279 of the Penal Code, because one Mr. Larrymore complained that while he was riding a narrow road he called out to the Baboo's coachman to stop, and the latter did not stop, and the Baboo who was sleeping inside did not interfere with his coachman.

3rd Case. It is a well known fact in the Muffsil that a Magistrate often refuses to give the accused person an opportunity of examining all his witnesses when the Hakim has previously made up his mind to punish him. The new law is intended to allow the Magistrate to do this without being afraid of the High Court's interference. Under the new law how could the High Court interfere in a case like that of Chunder Chuckrabutty (reported in the same vol.) who was sentenced to one month's rigorous imprisonment by the Cantonment Magistrate of Dum Dum, who without taking the evidence of the defence though it was tendered, convicted the accused chiefly because it would seem he had a personal feeling against the accused. The Sessions Judge of the 24 Pergunnas while forwarding the case to the High Court remarked as follows:—

"The appellant has set forth in his petition various facts with reference to which he alleges that the Cantonment Magistrate actuated by a personal feeling has treated him with great and unnecessary severity and injustice. This allegation so far as the facts are concernd is borne out by the record, and I think that the excessive bail demanded by the Magistrate and subsequent detention of the appellant in a charge of such petty nature is deserving of censure."

4th Case.—The next case that we take up is to illustrate the waywardness and *Khodhakimee* of Magistrates in dealing with cases the issues of which turn out not to accord with their own whims and views of the case. One Nobocoomar Banerjea a stamp vender was by Mr. Hopkins the Deputy Collector of Serampore charged with the theft of certain register books of stamps that were missing with certain property, and mony in charge of the Nazir of the Monsiff's Court of Serampore who had absconded. Mr. DeCruz, the Deputy magistrate to whom the case was made over for trial recorded his opinion that owing to glaring discrepencies, the charge against the prisoner could not possibly be sustained. He however postponed passing final order at the request of the prosecution. At this stage, the case was suddenly removed from the file of the Deputy Magistrate by Mr. Pellew, the Magistrate of Hooghly, and that for four reasons, as appears from his own explanations submitted by him to the High Court which called upon him to show cause why he had removed the case.

The reasons were. :—

1. that Mr. DeCruz was to a certain extent subordinate to the prosecutor, Mr. Hopkins.
2. That there was a rumour that the Deputy Magistrate had made improper remarks against a mooktear in the case.
3. that Mr. DeCruz was not competent to try the case having possibly had opportunities to hear something about the cass.
4. and that his amlahs were related to parties in the case.

The High Court considered these reasons as "wholly insufficient" for "suddeuly" removing the case from the file of Mr. DeCruz and ordered that the case be replaced on his file and disposed by him. Mr. Pellew is still in Hooghly. Further comments on the above are needless

It is needless to give any more instances of such Magisterial powers. It is a well known fact in the Muffosil that the Magistrate's *Hookoom* is the law, and no special legislation by Mr. Stephen was necessary to enable the Huzoors to do as they please, or to send to jail any Zemindar who fails to *salam* in the orthodox way. In conclusion, we entreat Lord Northbrook seriously to consider whether he ought suffer this Draconian Code to remain the law of the land and we call upon our countrymen to adopt prompt measures for protesting against a law which as the "Englishman" remarked "will send half the population of Bengal into jail."

সংবাদ।

...নায় বৎসরের প্রারম্ভেই জলকষ্ট আরম্ভ ...ই।

...ন্দ্রাজে খুনি মকর্দ্দমার বিচার কালে ...ন পুলিশ ইনিসপেকটর জনেক আসেস... ...খে হাসিয়াছিলেন বলিয়া আদালতের অবজ্ঞা ...ধ তাঁহার দুই সপ্তাহ কারাবাস অথবা পঁচিশ জরিমানা করিয়াছেন।

...ংলিশম্যানের একজন সম্বাদদাতা রামরি ...লিখেন যে, মানুক্ষ দ্বীপস্থ খিটপন গ্রামান্তর্গত ...ঙ্গ পর্ব্বত হইতে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি ... অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। অগ্নিশিখা ... হইতে ৩০০ ফিট উর্দ্ধে উটিয়াছিল এবং ... হইতে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। এই স্থানটী ... হইতে বিংশতি মাইল দূর। উক্ত সম্বাদ আরও বলেন যে, বিগত বর্ষের ১০ ই ...রতে ঐ পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া-

...ল সে এক সম্প্রাদায় লোকে ইন্দুরের মাংসের ... করে। ইহারা বৎসরের মধ্যে এক দিন আয়োজন করে এবং সকলে এই মাংস এবং মুক্তিকর মনে করিয়া ভক্ষণ করে। আছে রোম দেশীয়েরা মুষিকের মাংস খাই- মূষিকের মাংস, পচা ডিম, শুষ্ক মৎস্য এবং ...তি সুখাদ্য মনে করিয়া ভক্ষণ করে।

—স্ত্রীলোকে কতরূপ কার্য্য করিতে পারে আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা ১৮৭৮ সালে যে জন সংখ্যা গৃহীত হয়, ... প্রকাশিত হইয়াছে যে ৬জন স্ত্রীলোক নাপি- ...ব্যবসায় করে, ২৪ জন দাঁতের চিকিৎসা করে, ...ন স্ত্রীলোক হোটেল রক্ষা করে, দুই জন ..., ৫ জন ব্যবহারাজীবী, ৫২৫ জন চিকিৎ... ...৬৭ জন পাদরী ইত্যাদি। আমেরিকার ...ক আমাদের এখানকার পুরুষ অপেক্ষাও

...র সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সিমলায় যাই- ...মিত্ত মনোনীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আ- ...৫ ই এপ্রেল তারিখে সিমলায় যাত্রা করিতে

...ত শুক্রবার একটি ঘোড়া ছুটিয়া হ্যাত- কোম্পানির দোকানে প্রবেশ করে। সে ...খড়নির্ম্মিত কতক গুলি টুপি বিক্রয়ার্থ- ...সে উহা মহা আনন্দের সহিত আহার অনন্তর পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

...ক ব্যক্তি রাস্তায় গোলযোগ করে বলিয়া ...র কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ধৃত ব্যক্তির ভ্রাতা ...লইয়া চৌকিদারের নিকট গমন করে এবং ভ্রাতার মুক্তির নিমিত্ত চারি পয়সা উৎ- ...দিতে উদ্যত হয়। চৌকিদার প্রথম উহা স্বীকার করে না, পরে উহা গ্রহন করে। ...গ্রহণ করিয়া সে কহে যে, অন্যান্য চৌকিদারেরা ... আসামীকে ধৃত করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং ...হাকে ছাড়িয়া দিতে পারে না এবং পয়সাও ... দিবে না। আসামীর ভ্রাতা এই বিষয় ... জানায়, থানার জমাদার তদন্ত করিয়া চৌকীদারের নিকট চারি পয়সা দেখিতে পায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে আসামীর ভ্রাতাকে বাদী করিয়া জমাদার চৌকীদারকে মিলার সাহেব মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালানদেয়। মিলার সাহেব দেখিলেন যে, আসামীর ভ্রাতা উৎকোচ দিয়াছে, সে বাদী হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে চৌকীদারের সঙ্গে আসামী করিয়া মকর্দ্দমা উপস্থিত করা হইল। চৌকীদার ঘুস গ্রহণে অস্বীকার করিল, কিন্তু আসামীর ভ্রাতা একরার করিল যে সে ঘুস দিয়াছে। বাদীর পক্ষের প্রমাণ অসন্তোষ জনক হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট দুই জনকে ইহাই বলিয়া খালাস দিলেন যে, তিনি আসামীর ভ্রাতার একটি কথাও বিশ্বাস করেন না এবং সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। আসামী মিথ্যা একরার করিলে সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অপরাধী হয়, এ আমরা নূতন শুনিলাম। যাহা হউক চৌকীদারকে খালাস দিয়া অন্য আসামীকে ঘুস দেওয়ার বাবদ দণ্ড করিলে মোকদ্দমাটী বিশেষ আমোদজনক হইত।

—নিম্নে আমরা একটী আশ্চর্য্যজনক রেলওয়ে গল্প লিখিলাম। গত ৩১ সে ডিসেম্বর রাত্রে এক খানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ টেকুইন হইতে ছাড়ে। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে ড্রাইভার ও গার্ডেরা উত্তম রূপে মদ্যপান করে। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাহারা গাড়ী নিয়মের অতিরিক্ত কাল রাখিয়া সেখানেও সুরা ব্যবহার করে। এই অবকাশে গাড়ির যাত্রীরাও ঐ সঙ্গে যোগদেয়। বুখারেষ্টষ্টেশনে গাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তাহার আগের ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়ার টেলিগ্রাফ করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত সময়, অতীত হইয়া যায় তথাপি তথায় গাড়ী পৌছে না। বুখারেষ্টষ্টেশন হইতে টেলিগ্রাফ করা হয় কিন্তু তাহার আগের ষ্টেশন গাড়ী সেখানে না থাকার সংবাদ পাঠায়। বুখারেষ্টের ষ্টেশন মাষ্টার ভাবিয়া আকুল। তদনন্তর ট্রেণের উদ্দেশে এক খানি পাইলট এঞ্জিন পাঠান হয়। উক্ত এঞ্জিন কতক দূর যাইয়া দেখে যে ট্রেণ এক স্থানে অচল হইয়া পড়িয়া আছে। ড্রাইভারেরা কয়লা রাশীর উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; এঞ্জিনের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে এবং কলে বাষ্প নাই। গার্ডের গাড়িতে গার্ড প্রভৃতি কর্ম্মচারি, ও অন্যান্য গাড়ির যাত্রিরা সকলি নিদ্রিত। ট্রেণের এক প্রাণীও জাগ্রত নাই।

—উদয়পুরে কোন ব্যক্তির অপরাধ কি নিরপ- রাধ সাব্যস্থ জন্য আজও অগ্নি পরীক্ষা প্রচলিত আছে। কুরাবারে ডাকাইত দিগের সংস্রবে থাকে বলিয়া এক জন কৃষকের উপর সন্দেহ হয়। তথা- কার রাওর আদেশ ক্রমে উক্ত কৃষক দুই হস্তে দুই খান অগ্নিদগ্ধ উত্তপ্ত লাঙ্গলের ফাল ধরিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া কহিতে থাকে "হে সূর্য্যদেব যদি আমি যথার্থ অপরাধী হই তবে আমাকে দণ্ড কর। আর যদি আমি তাহা না হই, তবে আমাকে নিরাপদে এই পরীক্ষা হইতে মুক্ত কর।" এক খানি সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতা যিনি এই বিব- রণ লেখেন, তিনি বলেন যে উক্ত কৃষক নিরাপদে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

—বোম্বাইয়ের ইগত পুরায় একটী সাহেব ভ্রমণ করিয়া তাহার তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতেছিল, পথের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া সাহেব তাহার লাঠীর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করে। এই আঘাতে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

—বিদ্যাধ্যাপন বিভাগের মধ্যে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রেণেণ্ডসাহেব একজন প্রসিদ্ধ লোক। তিনি অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর লই- য়াছেন। আমরা ঢাকাপ্রকাশ পাঠে অবগত হই- লাম যে, তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র দান করিতেছেন এবং তাঁহার একটী ফটোগ্রাফ প্রতিমূর্ত্তি কলেজ গৃহে রাখিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন।

—হিন্দু হিতৈষিনী বলেন, ঢাকাতে একটী যুবতী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। একজন শিক্ষয়িত্রী আর ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, যুবতীরা গাড়ীতে যাতায়াত করেন, ইহাতে ইংরেজী, বাঙ্গলা এবং সূচি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর এবং ডেপুট ইনস্পেক্টরেরা পরিদর্শন করিতে পারিবেন। সংপ্রতি ৮ টি ছাত্রী হইয়াছে।

—কলিকাতাস্থ আমাদের একজন বন্ধু নিম্ন- লিখিত সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেনঃ—

আমারা গত বারুণী স্নান উপলক্ষে গঙ্গা তীরস্থ সমস্ত ঘাট পরিদর্শন করি, প্রত্যেক ঘাটেই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অশিষ্ট যুবকদিগের অত্যা- চার দর্শন করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। এই অশিষ্ট যুবকগণের অত্যাচার হইতে স্ত্রীলোক- দিগকে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য, স্নান বিষয়ে পুরুষ ও স্ত্রীগণের নিমিত্ত বিশেষ ২ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলে ভাল হয়।

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন যে আজিম গঞ্জের রায় ধনপৎসিংহ বাহাদুর আজিম গঞ্জ ও নল- হাটী রেলওয়ে ক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজিম গঞ্জ রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, উহার ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারী এত- দ্দেশীয়। এখন উহার অধিকারী এক জন এদেশীয় হইলে অতি উত্তম হইবে।

—বারবেরির এক জন মুসলমান সম্ভ্রান্ত লোক মিস্- কিন নাম্নী কোন ইংরাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

—আমেরিকায় সম্প্রতি রাইসাম গ্রেসী নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজ বংশ সম্ভুত। তাঁহার ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার যে অধিকার ছিল তাহা ইউরোপের অনেক ব্যক্তি স্বীকার করিতেন। তিনি আপনাকে ইংলণ্ডের পঞ্চম উইলিয়ম বলিতেন। তাঁহার বালিশের নিচে একটি পিস্তল ও একখান ছুরি লুক্কায়িত থাকিত। তিনি বলিতেন যে এই দুই অস্ত্র দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের সৈন্য দিগেকে পরাস্থ করিবেন।

—আমরা শুনিলাম যে কতক গুলি যুবক কলিকাতায় 'ন্যাশন্যাল লাইব্রারি নামে একটি সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতেছেন। আগামী ১লা আপ্রেল উহা খোলা যাইবে।

—ইংলিশম্যান বলেন যে কলিকাতায় ডেঙ্গু আবার দেখা গিয়াছে।

—গবর্ণর জেনারেল ব্যক্ত করিয়াছেন যে যখন আ- গামী বৎসর ইনকম ট্যাক্স কি অন্য কোন ট্যাক্স বসি- তেছে না তখন আগামী বৎসরের বজেট এবার আর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে না। উহা একেবারে গেজেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

—দিল্লী গেজেটে একটী ব্যাঘ্র ও একটী ভল্লুকের যুদ্ধ বিবরণ জনেক ব্যক্তি এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাতঃকালে আহার অন্বেষণে তাঁহার শিকারী পূর্ব্ব দিবস-বিদ্ধ হরিণের অনুসন্ধানে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে, সে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে এক ক্রোশ দূরে কোন স্থানে একটী ব্যাঘ্র সেই হরিণটীকে ভক্ষণ করিতেছে। ইহাই দেখিবামাত্র সে সত্বর আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিল। তিনি ব্যাঘ্রটীকে মারিবেন বলিয়া মৃত মৃগের নিকট যাইয়া দেখিলেন ব্যাঘ্র তথায় নাই, উত্তম রূপ খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তদনন্তর মৃত শবের নিকট একটী স্থানে ব্যাঘ্রের আগমন প্রতীক্ষায় দিবা রাত্র থাকিয়া তাহাকে না দেখিয়া প্রাতঃকালে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় দেখেন যে, ব্যাঘ্র আবার হরিণের মাংস খাইতে আসিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন একটা ভয়ঙ্কর ভল্লুক উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। ভল্লুক যেমন শবের নিকট আসিয়াছে অমনি ব্যাঘ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া পড়িল। তখন উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্যাঘ্র ভয়ানক লম্ফ দিয়া ভল্লুকের উপর পড়িতে লাগিল, এবং ভল্লুক পশ্চাৎ পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে ভল্লুককে পলায়নপর দেখিয়া তিনি ব্যাঘ্রের দিকে বন্দুক লক্ষ্য করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখেন যে, ভল্লুক বৃক্ষের এক প্রকাণ্ড শাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে। ভল্লুক উপস্থিত হইয়াই ভয়ানক শব্দ করিল এবং সম্মুখের পদ দ্বারা বৃক্ষের ডাল উচ্চ করিয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে এই রূপ আঘাত করিল যে, ব্যাঘ্র কিয়ৎক্ষণ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল; তখন উভয় উভয়কে আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু ভল্লুককেই প্রবল দেখা গেল। তিনি তখন সময় বুঝিয়া ক্রমান্বয়ে ব্যাঘ্র ও ভল্লুককে গুলি করিলেন এবং উভয়ে পতিত ও মৃত হইল।

প্রেরিত।

আটিয়া সবডিবিসন।

মহাশয় বোধ হয়, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এই আটিয়া সবডিবিজনের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত নহেন। গত সন ১৮৭৯ সালের মে মাসে এই মহকুমা সংস্থাপিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিন জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এখানে ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি পরম্পর শুনিতেছি, বর্ত্তমান সুবিজ্ঞ, ন্যায়পর, প্রজাহিতৈষী ও দুষ্টদমনতৎপর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মেং এণ্ডু সাহেব নাকি এখান হইতে বদলি হইয়া চলিলেন। ইনি এখানে এক বৎসর মাত্র আসিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কি বড় কি ছোট সকলের নিকটই আদরের, ভক্তির ও প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহাঁর দ্বারা এই অল্প সময় মধ্যে এই দুর্ভাগ্য স্থানের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। গ্রেহাম ... যাহা পূর্ব্বে নামে মাত্র স্কুল ছিল, এইক্ষণ তাহা এই মহাত্মারই ঐকান্তিক যত্নে ও উৎসাহে বাস্তবিক বিদ্যালয়ের অবয়ব ধারণ করিয়াছে। কেবল ইহাঁরই প্রযত্নে এখানে সুন্দর একটী বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে স্থানে ২ তিনি ঔষধালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। পোগল দিঘা নামক স্থানে চিকিৎসালয় সংস্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ও স্থানীয় জমিদার বাবু দ্বারকা নাথ রায় চৌধুরী হইতে সাহায্য দান স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। ঐ ডিসপেনসরী সত্বরই দরিদ্রদিগের উপকারার্থে খোলা হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি সাগরপুর ও মধুপুর এই দুই স্থানেও দুইটি চিকিৎসালয় সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া লইয়াছেন। এখানে অনেক নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল ও আছে। ইনি সেই সকল স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার, জলনালী খনন ও প্রশস্ত পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে অশেষ যত্ন করিতেছেন।

ইউরোপীয়দিগের সাধারণত দুষ্ট বাঙ্গালীদিগের উপর যেরূপ তাচ্ছিল্য ইহাঁর প্রকৃতিতে তাহার কিছুই নাই। আবার হাকিমেরা প্রায়ই সচরাচর যেরূপ হুজুর ২ খেলা খেলিয়া থাকেন তাহাও ইহাঁর নিকট নিতান্ত ঘৃনার্হ। ইনি এই সময়ের মধ্যে প্রজাদিগের নিকট বাস্তবিক বন্ধুর তুল্য হইয়া উঠিয়াছেন, ও তাহারা ইহাঁকে মনের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, সুতরাং ইহার উপর তাহাদের আন্তরিক আস্থা জন্মিয়াছে। প্রজা সাধারণের মধ্যে এই ভাব সংস্থাপন করা নূতন অন্য এক জনের পক্ষে যে কত কষ্টকর হইবে, বুঝিতে পারেন। ইনি স্থানান্তরিত হইলে এখানকার প্রজা সাধারণের মনে যে কি প্রকার দুঃখ প্রদান করা হইবে, তাহা বলিবার নহে। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থানীয় লোকের মত না জানিয়া ও স্থানীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যে কিজন্য এত সত্বর ২ হাকিম দিগকে স্থানান্তর করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই জনরব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে এ প্রদেশের কত অনিষ্ট করা হইবে, তাহা বলা যায় না। ইনি নিজে স্বভাব গুণে ও যত্নে যে সব সদনুষ্ঠানের কেবল ভিত্তি স্থাপন করিয়া লইয়াছেন, অন্য নূতন এক জন হাকিমের পক্ষে সেই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতে আরও অনেক দিন যাইবে। এমনও হইতে পারে যে, যে সকল সৎকার্য্য ইনি প্রায় সম্পন্ন করিয়া উঠিয়াছেন, তাহা নবাগত হাকিমের মস্তিষ্ক স্পর্শও না করিতে পারে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সজলনয়নে অনুরোধ করি যে, যদি ঈশ্বর এ প্রদেশের দুর্দ্দশা দৃষ্টে এই সুহৃদ ও হিতৈষী ব্যক্তিকে এখানকার অভাব মোচন জন্য পাঠাইয়াছেন তবেযেন তাঁহাকে স্থানান্তর করিয়া এই প্রজা পুঞ্জের হৃদয়ে বেদনা না দেন,

ডেপুটী সাহেব প্রথম এখানে পদার্পণ করা মাত্রেই নূতন হাকিম দৃষ্টে এখানে হত্যা, দাঙ্গা হাঙ্গাম এত আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইহার ন্যায় অসীম পারিশ্রমী, বুদ্ধিমান, চতুর ও ন্যায়পর ব্যক্তি না হইলে শীঘ্র এস্থানে শান্তি সংস্থাপনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এখন এ প্রদেশে এ সব অত্যাচার একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। এখান কার জমিদারেরা পূর্ব্বাবধি বিবাদ প্রিয় ছিলেন, কিন্তু ইহার বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে তাঁহারা এখন শান্ত ও স্থির হইয়াছেন এবং সৎকার্য্যে তাঁহাদের মতি জন্মিয়াছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইনি অত্রস্থ সমুদায় ভদ্র লোক আমলা মুক্তিয়ার প্রভৃতিকে নিতান্ত ভদ্র ভাবে ব্যবহার করেন, যে ব্যবহার একজন ইউরোপীয় হইতে কখন আমাদের দেশীয়েরা প্রত্যাশা করে না।

----ঃ ঃ----

তেওতা ও জাফরগঞ্জ ডাক ঘর।

সোমপ্রকাশের একজন পত্রপ্রেরক জাফরগঞ্জ হইতে তেওতাতে পোষ্ট-আফিস আনিবার জন্য পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম; তেঁওতা, জাফরগঞ্জ থানার এলাকার মধ্যবর্ত্তী সুতরাং তথায় ডাকঘর হওয়া উচিত। দ্বিতীয়; তেওতা অতীব জনাকীর্ণ স্থান। তৃতীয় শিবালয় হইতে ঢাকাতে যে ডাকের লাইন, গিয়াছে উহা তেওতার নিকটস্থ। চতুর্থ; তেঁওতাতেই লোকে অনেক পত্রাদি চালাইয়া থাকে। পঞ্চম; ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত করিবার আবশ্যক নাই, কারণ তেওতার স্কুলমাষ্টার কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছেন। যে বাইটঘর সেই তেঁওতা! পত্র প্রেরক বাইটঘর হইতে পত্র লিখিয়া তেঁওতাতে ডাকঘর এবং নূতন থানা করিতেছেন, নিজেই স্কুলমাষ্টার নয়?

গোয়ালন্দে গাড়ি হইতে নামিয়া যাহারা পদ্মা-যমুনার পূর্ব্ব পারে অর্থাৎ ঢাকা বা পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করিবে, তাহারা শিবালয়ের ঘাটে গুদারা পার হয়, আর যাহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে কলিকাতা গমন করে, তাহারাও শিবালয়ের ঘাটে পার হয়। শিবালয় হইতে ঢাকাতে যে নূতন শড়ক যাইতেছে, সেই পথে যে কেবল ডাক এবং পথিক চলিতেছে এমন নহে; কালে সেইটী রেলের পথও হইবে। শিবালয়ে রেলওয়ের ষ্টেসন হইবে তাহার আর ভুল নাই! শিবালয় পথের মধ্যে, সকল কার্য্য শিবালয়ে, টেলিগ্রাফ আপিশ শিবালয়ে। তবে ডাকঘর শিবালয়ে না করিয়া যাহারা স্থানান্তরে করিতে চায় ও জাফরগঞ্জে রাখিতে চায়, তাহাদের অপেক্ষা অদূরদর্শী আর নাই! শিবালয় হইতে তেওতা প্রায় তিন মাইলের অধিক উত্তর দিকে, আবার তাহার উত্তরে জাফরগঞ্জ। তেওতাবাসী পত্র প্রেরকগণ এখন জাফরগঞ্জ দূর জন্য ক্লেশ পান সত্য, কিন্তু শিবালয় তত দূর নয়। বিশেষতঃ ডাক যাহাদের দাইল ভাতের ন্যায় তাহারা অতিশয় নূতন প্রিয়। তাহারা যেরূপ পত্রে এবং সংবাদ পত্রিকায় সংবাদ পাঠ করিতে চাহে সেই রূপ নূতন লোক দেখিয়া নূতন কথা শুনিতে চায়। শিবালয়ে ডাক ঘর হইলে তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইতে পারে। এখন বিশেষ বিবেচনা করা যাউক। যে স্থানটিতে লোকে সতত যাতায়াত করে, সেই স্থানে ডাকঘর করা উচিত কি না। তেওতাতে যে রুরালমেসেঞ্জের এখন যায়, তাহা দ্বারা পরেও কর্ম্ম হইতে পারে। শিবালয় যেরূপ ক্রমে গোলজার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তথায় ক্ষুদ্র আকারে একটি পুলিশষ্টেশন করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত। আর তথায় একটী পাউণ্ড করাও আবশ্যক। পত্রপ্রেরকের অনুরোধে পুলিশ ষ্টেশনও তেওতাতে না করিয়া শিবালয়গ্রামে করা হউক। আর ডাকঘর স্থাপিত হওয়ার পর যদি এমত লভোর স্থলে একটী ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার রাখিতে গবর্ণমেণ্টের টাকায় না কুলায়, তবে ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ কেম্বোলী পাঠশালাগুলিন কাঁজিহাউসের মোহরের হস্তে অর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ প্রস্তাব করিতেছি যে, ডাক ঘরটা কাঁজি হাউসের মোহরার যে থাকিবে সেই পাইবে।

ভবদীয় বশম্বদ,

শ্রী উ, দ, আ।

মূল্য প্রাপ্তি !

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম	১০
" যদুনাথ ঘোষ মজিলপুর	৮
" কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী শান্তিপুর	৩
" পবলিক লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর	৮
" দুর্গা মোহন দাস ভবানীপুর	৬॥০
" বঙ্ক বেহারী দাস নারিকেল বাড়িয়া যশোর	৫
" রাম দাস সেন বহরমপুর	৮
" রাম চরণ ঘোষ ঢাকা	৪॥০
" চন্দ্রমাধব ঘোষ কাশারি পাড়া ভবানিপুর	৬॥০
" গোবিন্দ চন্দ্র দাস শ্রীহট্ট	৮
" মধুসূদন তালুকদার নওখিলা	৮
" কেদার কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	৪
" আনন্দ কৃষ্ণ বাহাদুর সভাবাজার	৬॥০
" রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর ঐ	৬॥০
" জীবন কৃষ্ণ বসু যশিলি টোল।	৬
" কানাই লাল দত্ত কলুটোলা	৬॥০
" উৎসব নারায়ণ চক্রবর্ত্তী পাবনা	৮॥
" কুমোদ কৃষ্ণ মিত্র বিডন ষ্ট্রীট	২॥০
" কালীমোহন দাস ভবানিপুর	৬॥
" দেবীদাস বাবু রামপুর বোয়ালিয়া	৫॥
" তারক চন্দ্র নাগ রাণীপুর, প্রিজপুর	৫॥
" প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বুদ্‌বুদ্‌	৮॥
" মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	৮॥
" ভুবন চন্দ্র হালদার দারজিলিং	৪॥
" তারা চরণ সেন চট্টগ্রাম	৪॥
" বনয়ারি লাল শোম দরভাঙ্গা ত্রিহুত	৮॥
" বিশ্বম্ভর বসু কটক	৫॥
" মতিরাম দাস গোহাটি	১০
" দীননাথ কর ভবানিপুর	৩॥
" মদন মোহন বশাক	৮
" রুদ্রনাথ বড়ুয়া নওগাঁ	৫॥
" মহেন্দ্র নাথ ঘোষ ঐ	৮॥
" মৌলবি রহিমুদ্দিন চৌধুরি গালিয়াদি ঢাকা	৮
" গুরু চরণ কাঞ্জিলাল ছাপড়া	৫
" উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র হারড়া	৮
" রাজা রাস বেহারিলাল সিং ঝরিয় রাজধানি, গোবিন্দপুর	২৸০
" জগৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাগ বাজার	১
" গিরিশচন্দ্র বসু ঐ	৩৸০
" চন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জামালপুর, ময়মানসিংহ	৮
" প্রসন্ন গোপাল পাল চৌধুরি রানাঘাট	৮
" জয় চাঁদ পাল চৌধুরি ঐ	৭
" দ্বারকা নাথ পাল চৌধুরি ঐ	১

বিজ্ঞাপন।

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৴০ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষণীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ. কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

মফস্বল কি কলিকাতার যে কোন ব্যক্তি হ্যাণ্ডনোট, বিষয় কি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইতে চাহেন তিনি আমাকে জানাইলে আমি তাঁহার সুবিধা করিয়া দিতে পারিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার
নং ৯৬ বিড়নাষ্ট্রীট
কলিকাতা !

—০—

কিঞ্চিৎ জলযোগ !!!

প্রহসন !!!

মূল্য ছয় আনা। ডাক মাশুল এক আনা।

কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট ৫৫ নং ভবনে বালমীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান. প্রাকৃতিক ভুগোল, উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

১৮৭৩ সালের বাঙ্গালা, মাইনর ও দেশীয় ভাষায় ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত।

জমীদারী ও মহাজনী হিসাব বাজার হিসাব সহিত

৪র্থবার মুদ্রিত মূল্য ।৵০

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর গণের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।
কলিকাতা, নর্ম্যাল স্কুল।

ভ্রমকৌতুক নাটক।

সেক্সপিয়ার।

শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদূরের নামে পত্র লিখিবেন। মূল্য আট আনা, মফস্বলে ডাক মাশুল দুই আনা।

হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ।

Hindoo manners and customs. Part I. A lecture delivered at the National Society, by Mano Mohana Basu, Price 6 annas, Postage one anna.

To be had at the Sanscrit Press Depository and Madheastha Press.

জমীদারী, মহাজনা ও বাজার হিসাব. বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল ৴০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্‌ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতা নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
একখণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴১০

গ্রাহকগণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান. তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধ আনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যেরটিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।